এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

এদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সপরিবারে হলে গিয়ে বাংলা সিনেমা দেখতো। চলচ্চিত্র দেখে তারা সমাজকে বুঝতে চেষ্টা করতো। এখন আর তারা হলে যায় না। ঢাকায় নির্মিত বাংলা সিনেমা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সিনেমায় অশ্লীলতার কারণে। গত সপ্তাহে চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা বন্ধের দাবিতে হঠাৎ এফডিসি উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। সর্বমহল থেকে বাংলা সিনেমাকে দুর্বৃত্ত কালো টাকার পরিচালক, প্রযোজকদের হাত থেকে মুক্ত করার দাবি উঠলো। চিত্রনায়িকা পপিকে কালো তালিকাভুক্ত করে একটি মহল চাইলো ফায়দা লুটতে।

এদেশের চলচ্চিত্রের রয়েছে গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। ধারাবাহিক পথ চলা। বাষট্টি-তেষট্টি সালে যখন এ দেশে মুম্বাই সুপারস্টার দীলিপ কুমারের ছবি, কোলকাতার উত্তম-সুচিত্রার ছবি, করাচি লাহোরের সাবিহা-সন্তোষ ও সুধীরের জয় জয়কার, তখনও এ দেশে ভালো ভালো ছবি নির্মাণ হয়েছে। এহতেশাম, মুস্তাফিজরা উঠতি তারকা শবনম, রহমান, সুভাষ দত্ত, গোলাম মুস্তাফাদের দিয়ে সে সব তারকাদের পাশাপাশি ছবি তৈরি করে পাল্লা দিয়েছেন। তৈরি করেছেন তারা অনেক সুপার হিট উর্দু ছবি। বলা চলে ষাট দশক ছিলো ঢাকাই বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ। সে সময়ে আব্দুল জব্বার খান থেকে শুরু করে জহির রায়হান, সুভাষ দত্ত, খান আতা, মহিউদ্দিন, নারায়ণ ঘোষ মিতা, এহতেশাম, মুস্তাফিজ, কামাল আহমেদরা অনেক রুচিসম্মত বাণিজ্যিক ছবি উপহার দিয়েছেন। এ পথেই এসেছেন শাবানা, কবরী, ববিতা, রাজ্জাক। তাদের জনপ্রিয়তা এখনো কিংবদন্তির মতো।

সত্তর দশকেও নির্মিত হয়েছে তরুণ নির্মাতা চাষী নজরুল ইসলামের 'ওরা ১১ জন'-এর মতো ছবি। কিংবা সুভাষ দত্তের 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', 'বলাকা মন', নারায়ণ ঘোষ মিতার 'আলোর মিছিল', খান আতার 'আবার তোরা মানুষ হ'। ষাটের দশকে 'সুতরাং' সুপারহিট ব্যবসা করে এবং দেশে বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়। সত্তরের পরে আশির দশকেও অনেক ভালো ভালো ছবি নির্মিত হয়েছে। তবে সেগুলো আগের তুলনায় শৈল্পিকভাবে দুর্বল। আস্তে আস্তে সবাই বাণিজ্যিক ফর্মুলার দিকে নজর দিয়েছেন। শৈল্পিক ভাবটা কমে গেছে। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের '৯০ দশকে দাঙ্গা, ফ্যাসাদ আর মারপিটের যুগ শুরু। তারপর অশ্লীলতার যুগ। এ সময়ে ভালো ভালো নির্মাতারা তাদের প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে নিয়েছেন কিংবা ছবি প্রযোজনা করছেন না। যারা দু'একটি ছবি করছিলেন সেগুলো অশ্লীল ছবির ভিড়ে ব্যবসায়িক সাফল্যে ব্যর্থ হয়েছে।

গণমানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরার কারণে সিনেমা গণমাধ্যম হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন এদেশের খ্যাতনামা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা। অথচ আজ বাংলা সিনেমার নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে কালো টাকার মালিক, আর মাফিয়ারা। তারা কালো টাকার লগ্নি হিসেবে ব্যবহার করছে সিনেমা শিল্পকে। তাদের কালো থাবায় এ শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

আজকে চলছে স্যাটেলাইটের যুগ। ভারতের জৌলুসপূর্ণ সামাজিক ছবিতে মধ্যবিত্ত বিমোহিত। আজ এ দেশের চলচ্চিত্রকে বাঁচাতে হলে, সিনেমা বিমুখ দর্শকদের হলে ফিরিয়ে আনতে হবে। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'মনের মাঝে তুমি' এ ধারার মাইলফলক। এ ধরনের ছবি তৈরি করেই আবার দর্শককে হলে টানতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে হারানো গৌরব।